Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

## বাংলাদেশের বিশিষ্ট গ্রামনাম ‘হাপানিয়া' : অভিধেয়রহস্যভেদ

| | |
|---|---|
| Volume | 51 |
| Issue | 2 |
| Year | 2014 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Muhammad Shahjahan Mia |
| Published online | February 1, 2014 |
| DOI | 10.62328/sp.v51i2.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.1 |
| Pages | ৯-২৮ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫১, সংখ্যা : ২ ॥ ফাল্গুন ১৪২০ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

# বাংলাদেশের বিশিষ্ট গ্রামনাম 'হাপানিয়া' : অভিধেয়রহস্যভেদ

Check for updates

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া*

## [এক] কথারম্ভ

বাংলাদেশের গ্রামনামসমূহ নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। 'বাংলাদেশ'-ভূখণ্ডে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের প্রায় দু হাজার বছরের অভিজ্ঞতাসমূহ এসব গ্রামনামে অনুস্যূত হয়েছে।[১] এ দু হাজার বছরেও নানাদিগ্‌দেশাগত মানবসম্প্রদায় এ-ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করেছে।[২] ফলে তাঁদের ভাষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানও এখানকার আবহমান সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আধুনিক বাঙালির কাছে এদেশের গ্রামনামসমূহ, বহুক্ষেত্রে, উপলব্ধিগত অস্পষ্টতার বাতাবরণ তৈরি করে। বাংলা অভিধানসমূহে সন্নিবেশিত বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্য নিয়েও, অনেক সময়ে, কিছু গ্রামনামের রহস্যভেদ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবে এসব স্থলেও জ্ঞানার্জনের বিষয়টিকে পরিহার করার সুযোগ নেই। কেননা এতে জাতির পূর্ণাঙ্গ আত্মোপলব্ধির প্রয়াস অনেকাংশে ব্যাহত হতে পারে। এসব চিন্তাচেতনার আলোকে আমরা, কিছু দুর্বোধ গ্রামনামবিষয়ে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে চেষ্টমান থাকার পক্ষপাতী। দীর্ঘ সময় ও বিপুল পরিশ্রমই কেবল এরকম প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে পারে : জাতীয় ঐতিহ্যসন্ধানী কর্মীকে একথা জেনেই উদ্দিষ্ট কার্যে অগ্রসর হতে হয়।

বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট গ্রামনাম 'হাপানিয়া'। এ-গ্রামনামের বিশেষত্ব হল : এযাবৎ কোনও বাংলাঅভিধানেই এর অর্থ লিপিবদ্ধ করা হয় নি। এ-প্রবন্ধ 'হাপানিয়া'-গ্রামনামের অভিধেয়রহস্যভেদের লক্ষ্য নিয়েই রচিত হয়েছে।

## [দুই] 'হাপানিয়া'-গ্রামনামের ব্যুৎপত্তি

'হাপানিয়া'-শব্দের ব্যুৎপত্তি, সাধারণভাবে, নিম্নরূপ :

সং. আপণিক > বাং. আপনিয়া > হাপানিয়া।

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' - অনুযায়ী :

সং. 'আপণিক'–শব্দের অন্যতম অর্থ : 'বণিক্, ব্যবসায়ী, দোকানদার'। 'আপণিক' পুংলিঙ্গ সংস্কৃতশব্দ। [আ + √পণ্ + ইক (ইকন্)]। 'আপণ'-এর প্রসিদ্ধ অর্থ : 'ক্রয়বিক্রয়স্থান', পণ্যস্থান, পণ্যশালা, বিপণি, দোকান।

আবার 'শব্দবোধ অভিধান' – অনুসারে 'আপণিক'-এর বিশিষ্ট অর্থ : 'দোকানদার'।

[আপণ + ইক ('তা দ্বারা জীবনধারণ করে'–অর্থে)]।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ-অভিধান-অনুযায়ী 'আপণ'-অর্থ : 'দোকান, হাট'।

জানা গেল : 'হাপানিয়া' 'সং. আপণিক'-শব্দজাত। তবে 'হাপানিয়া' ওই গ্রামের পূর্ণাঙ্গ নাম নয়। বস্তুত 'হাপানিয়া' 'বাক্যাংশের অর্থসংহতি'-প্রসূত শব্দ।[৩] এর মূল বাক্যাংশ : 'হাপানিয়া-গ্রাম' (= বণিক্ বা দোকানদারের গ্রাম)। এ-গ্রামনামের মাধ্যমে বোঝা যায় : সমকালে ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বণিক্ বা দোকানদারের প্রভূত সামাজিক মর্যাদা ছিল।[৪] আমাদের ধারণা : 'হাপানিয়া' এদেশে ইংরেজাধিকারের পূর্ববর্তী সময়ে সূচিত গ্রামনাম। বর্তমানে এ-নামের অর্থ জনমন থেকে, বহুলাংশে, অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।[৫]

## [তিন] 'হাপানিয়া'-নামাঙ্কিত গ্রামনামসমূহ

বাংলাদেশে 'হাপানিয়া'–আখ্যাযুক্ত একচল্লিশটি গ্রামনাম রয়েছে। এখানে সেসব গ্রামনাম, সংশ্লিষ্ট অবস্থান-স্থল ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ, বিবৃত করা যায়[৬] :

(১) হাপানিয়া [চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম সদর (উত্তর) মহকুমার ফটিকছড়ি থানার নারায়ণহাট ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের আয়তন : ৯৯৭ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ২,১৬২),

(২) হাপানিয়া [নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর মহকুমার রামগঞ্জ থানার ভোলাকোট ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের আয়তন : ১০৭.৪৬ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৫৬৬),

(৩) হাপানিয়া [বগুড়া জেলার বগুড়া সদর মহকুমার শেরপুর থানার গাড়ীদহ ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের আয়তন : ৪৮০.২৫ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,১৬৪),

(৪) হাপানিয়া [বগুড়া জেলার বগুড়া সদর মহকুমার গাবতলী থানার নাড়ুয়ামালা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম)]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের আয়তন : ১৮৪.৮২ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৪৬৯),

(৫) হাপানিয়া [পাবনা জেলার পাবনা সদর মহকুমার ঈশ্বরদি থানার চান্দভা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের আয়তন : ২৮০ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৮৬৯),

(৬) চর হাপানিয়া [পাবনা জেলার পাবনা সদর মহকুমার পাবনা থানার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের আয়তন : ১৬৫ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৪২০),

(৭) হাপানিয়া (আলোকচর) [পাবনা জেলার পাবনা সদর মহকুমার পাবনা থানার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের আয়তন : ৩৩১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,১৩৭),

(৮) হাপানিয়া [পাবনা জেলার পাবনা সদর মহকুমার পাবনা থানার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের আয়তন : ৩৬৮ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,১১৫),

(৯) হাপানিয়া [পাবনা জেলার সদর মহকুমার সাঁথিয়া থানার ধোপাদহ ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রামের মোট জনসংখ্যা : ৩১০),

(১০) আফানিয়া [পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার কাজীপুর থানার শুভগাছা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের মোট জনসংখ্যা : ১,৫০১),

(১১) হাপানিয়া [পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার চৌহালী থানার উমরপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের মোট জনসংখ্যা : ১,০৪০),

(১২) হাপানিয়া [রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার সাঘাটা থানার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১৩৭ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৩৩৭),

(১৩) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার বদলগাছি থানার বদলগাছি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ২৩১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৫৬৬),

(১৪) হাট হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার নওগাঁ থানার হাপানিয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের মোট জনসংখ্যা : ৪৫৫),

(১৫) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার নওগাঁ থানার অন্যতম ইউনিয়ন-নাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ-ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা : ১৩,৮৬১),

(১৬) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার নওয়াবগঞ্জ মহকুমার পোরসা থানার গোয়ালা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম])
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ৪৫৫ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৮২৭),

(১৭) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার রাজশাহী সদর মহকুমার তানোর থানার বাধৈর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ২৩১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৩৯৫),

(১৮) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার রাজশাহী সদর মহকুমার তানোর থানার কামারগাঁও ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ৮৭ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৯৮),

(১৯) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার নাটোর থানার পিপরুল ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১৯৭ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৬১২),

(২০) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার বাগাতিপাড়া থানার জামনগর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ২৭১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,১৭২),

(২১) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার সিংড়া থানার লালোর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১৮২ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৩৫৫),

(২২) হাপানিয়া [রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার সিংড়া থানার রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ২৪১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৩০৩),

(২৩) হাপানিয়া [সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার মাধবপুর থানার ধর্মঘর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১২২ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১৮৭),

(২৪) হাপানিয়া [সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার তাহিরপুর থানার বড়দল (দক্ষিণ) ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১২২.৭৮ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১৮০),

(২৫) ছোট হাপানিয়া [ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার হরিরামপুর থানার গালা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১০১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১৫৪),

(২৬) বড় হাপানিয়া [ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার হরিরামপুর থানার গালা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ২৪৪ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৫০১),

(২৭) হাপানিয়া [ কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) মহকুমার লাকসাম থানার পেরুল ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ৭৭ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ২৮৪),

(২৮) হাপানিয়া [কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মতলব থানার বাগানবাড়ী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১৭৭.২১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৭৩৫),

(২৯) হাপানিয়া [কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার ফরিদগঞ্জ থানার আশিকাঠি পূর্ব ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ৩২৫ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,৮৩৪),

(৩০) হাপানিয়া [ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর (উত্তর ) মহকুমার হালুয়াঘাট থানার স্বদেশী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ৫৩৩.১৮ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,০২৪),

(৩১) হাপানিয়া [ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) মহকুমার ত্রিশাল থানার ধানিখোলা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের মোট জনসংখ্যা : ১,১২২),

(৩২) হাপানিয়া লক্ষ্মীয়া [ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাকুন্দিয়া থানার পাকুন্দিয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ২৯৬.৩৭ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৮৭৬),

(৩৩) হাফানিয়া [ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কুলিয়ার চর থানার ছয়সুতি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের মোট জনসংখ্যা : ৪০৫),

(৩৪) হাপানিয়া [ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বাজিতপুর থানার পিরিজপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]

(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১৪৩.৫৩ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৩০৭),

(৩৫) হাপানিয়া [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার পূর্বধলা থানার খলিশাউর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের মোট জনসংখ্যা : ৭৬১),

(৩৬) হাপানিয়া [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার নেত্রকোনা থানার মৌগাতী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ৫৮৭.৪৮ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ৪১৪),

(৩৭) হাপানিয়া কলমাকান্দা [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার কলমাকান্দা থানার কৈলাটি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১৩২.৫৬ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ২১২),

(৩৮) হাপানিয়া [বাখরগঞ্জ জেলার বরিশাল সদর (উত্তর) মহকুমার গৌরনদী থানার মাহিলারা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ২৪১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,১৩১),

(৩৯) সাপানিয়া* [বাখরগঞ্জ জেলার বরিশাল সদর (দক্ষিণ) মহকুমার কোতোয়ালী থানার চরবাড়ীয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
*ভুল পরিপ্রেক্ষিতে শুদ্ধীকরণ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এস্থলে 'হাপানিয়া' 'সাপানিয়া'-য় পরিণত হয়েছে। (স্মর্তব্য : একই কারণে গ্রাম্য যাত্রাভিনেতার মুখে 'হরিণছানা'(=মৃগশাবক)–কথাটি 'শরিণছানা'-রূপে উচ্চারিত হতে শুনেছি।)
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ৪২১ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,৪৬০),

(৪০) হাপানিয়া [কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার আলমডাঙ্গা থানার খাদিমপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের আয়তন : ১,৪১৭ একর এবং মোট জনসংখ্যা : ১,৩৩০) এবং

(৪১) নওদা* হাপানিয়া [কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার আলমডাঙ্গা থানার খাদিমপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]
*'নওদা'-শব্দটি 'নবদহ' (= নতুন হ্রদ) থেকে আগত। সং. হ্রদ = অগাধ জলাশয়।
(১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এগ্রামের মোট জনসংখ্যা : ৫১৪)।

## [চার] উল্লিখিত গ্রামনামাদিসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলির ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ

ইতঃপূর্বে 'হাপানিয়া'-আখ্যাযুক্ত গ্রামনামসমূহের একটি তালিকা বর্ণিত হয়েছে। এ-তালিকার কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১) বাংলাদেশের পুরোনো উনিশটি জেলার অন্তর্ভূত বারটি জেলায়ই 'হাপানিয়া'-নামযুক্ত গ্রাম রয়েছে। যেসব পুরোনো জেলায় 'হাপানিয়া'-আখ্যাসংবলিত গ্রামনাম আছে, সেসব জেলার নাম হল : চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও কুষ্টিয়া।

(২) এ-তালিকাস্থিত 'হাপানিয়া'-আখ্যাসংযুক্ত গ্রামনামগুলোর মধ্যে, ওই নামটির ব্যুৎপত্তির সপক্ষে, যৎসামান্য ইঙ্গিতও আছে। যেমন : সং.আপণিক > বাং. আফানিয়া > হাপানিয়া > হাফানিয়া।

পূর্বোক্ত তালিকার ১০-সংখ্যক 'অনুক্রম'-স্থলে গ্রামনামটি 'আফানিয়া'-রূপে সন্নিবদ্ধ। ব্যুৎপত্তির ধারায় এ-'আফানিয়া'-কে 'হাপানিয়া' ও 'হাফানিয়া'-র পূর্ববর্তী রূপ বলে স্বীকার করা যায়। (ওই তালিকার ৩৩-সংখ্যক 'অনুক্রম'-স্থলে 'হাফানিয়া'-রূপ দ্রষ্টব্য।) আবার 'আফানিয়া'-রূপটির সঙ্গে 'আপণিক'-এর অধিকতর নিকটসম্পর্ক রয়েছে। ফলে 'আপণিক' থেকেই-যে কালক্রমে 'আফানিয়া', 'হাপানিয়া' ও 'হাফানিয়া' -শব্দের উৎপত্তি, তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা যাচ্ছে। সংস্কৃত 'আপণিক'-শব্দ ক্রমে 'আফানিয়া'-য় পরিবর্তিত হয়েছে, যেভাবে সংস্কৃত 'রসিক'-শব্দ বাংলা 'রসিয়া'-য় রূপান্তরিত হয়েছে। [সং. রস + ইক (ঠন্) জ্ঞাতার্থে; রসিক = রসজ্ঞ; রঙ্গকুশল।]

পুনশ্চ 'আফানিয়া' এর অন্যান্য 'রূপ'-এ (অর্থাৎ, 'হাপানিয়া' বা 'হাফানিয়া'-য়) পরিণত হয়েছিল বাংলাভাষার প্রচলিত 'নিয়ম' মান্য করেই। এখানে সে-সম্বন্ধে আলোকপাত করা যায় :

> মহাপ্রাণ উচ্চারণের নিমিত্ত বাংলাশব্দের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য স্বরবর্ণ 'হ'-কারান্ত। যেমন : (আদ্য) হাঁটু (আঁটু), হেথা (এথা), হোথা (ওথা)। (মধ্য) গাহক (গায়ক), রাহুত (রাউত)। (অন্ত্য) কেহ, যাহা, তাহা; মধ্য বাংলায় : খাহ, চাহ, বাহে (বাজায়), করাহ, করিহ প্রভৃতি।
> [দ্রষ্টব্য : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, পৃ ২৩১৭।]

মূলত মহাপ্রাণ উচ্চারণের নিমিত্ত 'আফানিয়া'-শব্দের আদ্যস্বরবর্ণ 'হ'-কারান্ত হয়েছিল। ফলে 'আফানিয়া'-শব্দ 'হাপানিয়া' অথবা 'হাফানিয়া'-য় রূপান্তরিত হতে পেরেছিল। অপরপক্ষে বলা যায় : 'আফানিয়া' ও 'হাফানিয়া'-শব্দমধ্যবর্তী 'ফ' এসেছে আঞ্চলিক বুলির প্রভাবে। অনেক আঞ্চলিক বুলি অনুযায়ী : শব্দমধ্যবর্তী 'প', কোনো কোনো স্থলে, 'ফ'-এ পরিণত হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর আঞ্চলিক বুলিতেও এ-উচ্চারণবৈশিষ্ট্য রয়েছে।[৭]

(৩) 'হাপানিয়া'-শব্দের নানা বাংলাপ্রতিশব্দ আছে : বণিক্, ব্যবসায়ী, বানিয়া, দোকানদার, বেপারি, সাধু, সওদাগর, প্রভৃতি। খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের পরে, এর ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে, গ্রামনামের ক্ষেত্রে 'হাপানিয়া'-শব্দের নবতর প্রয়োগের বিষয়টি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।[৮] তবে 'হাপানিয়া'-র অপরাপর প্রতিশব্দসমূহ, গ্রামাদির নামাঙ্কনে, পূর্বাপর চালু ছিল। (স্মরণীয় : জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে, আঠার শতকের পরেও, নব নব জনপদসৃষ্টির ধারা অব্যাহত ছিল।)[৯]

## [পাঁচ] 'হাপানিয়া'-র প্রতিশব্দাদিযুক্ত গ্রামনামসমূহ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে : 'হাপানিয়া'-র প্রতিশব্দাদিযুক্ত প্রভূত গ্রামনাম বাংলাদেশে পাওয়া যায়। এসব প্রতিশব্দের কয়েকটি : দোকানী, পসারী, বণিক্, বেপারী, সদাগর ও সাধু[১০]। এখানে এসব প্রতিশব্দযুক্ত কতিপয় গ্রামনাম, পর্যায়ক্রমে, উল্লিখিত হল।

(১) দোকানী [= দোকানের মালিক; দোকান (ফা. 'দুকান্')+ঈ (মালিক-অর্থে)] :

১.০ দোকানীপাড়া [সিলেট জেলার সিলেট সদর মহকুমার বিশ্বনাথ থানার লামা কাজি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]।

(২) পসারী (পশারি) [= বিক্রেতা, দোকানদার; বণিক] :

১.০ পশারি বুনিয়া [পটুয়াখালী জেলার বরগুনা মহকুমার আমতলি থানার বড় বিঘাই ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]।

(৩) বণিক্ [ক্রয়বিক্রয়কারী। রূপান্তরসমূহ : বাইন্যা, বানিয়া; বানিয়ানি (= বণিক্‌পত্নী] :

১.০ বণিকপাড়া [ঢাকা জেলার ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমার সাভার থানার ধামসোনা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.১ বণিকপাড়া [ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রূপগঞ্জ থানার নাগরী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.২ বাইন্যানগর [নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর মহকুমার লক্ষ্মীপুর থানার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৩ বানিয়াগড়ি (কুন্দগ্রাম) [বগুড়া জেলার বগুড়া সদর মহকুমার আদমদীঘি থানার কুন্দগ্রাম ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৪ বানিয়াদিঘী [বগুড়া জেলার বগুড়া সদর মহকুমার কাহালু থানার বীর কেদার ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৫ বানিয়াগন্দল [বগুড়া জেলার বগুড়া সদর মহকুমার শেরপুর থানার কুসুম্বি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৬ বানিয়াজান [বগুড়া জেলার বগুড়া সদর মহকুমার ধুনট থানার ভাণ্ডারবাড়ি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৭ বানিয়াগাতী [বগুড়া জেলার বগুড়া সদর মহকুমার ধুনট থানার গোপালনগর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৮ বানিয়া চাপুর [বগুড়া জেলার জয়পুরহাট মহকুমার ক্ষেতলাল থানার আলমপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৯ বানিয়াবহ [পাবনা জেলার পাবনা সদর মহকুমার চাটমোহর থানার গুনাইগাছা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.০ বানিয়াবহু [পাবনা জেলার পাবনা সদর মহকুমার সাঁথিয়া থানার কেতুপাড়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.১ বানিয়াবউ [পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার তারাশ থানার নওগাঁও ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.২ বানিয়াকৈর [পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার উল্লাপাড়া থানার বাঙ্গালা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৩ বানিয়াখোলা [চট্টগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম সদর (উত্তর) মহকুমার রাঙ্গুনিয়া থানার বেতাগী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৪ বানিয়াখালী [খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার মোরেলগঞ্জ থানার খাউলিয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৫ বানিয়াখালী [খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার শরণখোলা থানার খন্তাকাটা ইউনিয়নস্থ দুটি গ্রামনাম],

২.৬ বানিয়ারজান [রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার গাইবান্ধা থানার বোয়ালী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৭ বানিয়াপাড়া [রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার ধামইরহাট থানার উমর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৮ বানিয়াপাড়া [রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার রানীনগর থানার পাড়াইল ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৯ বানিয়াপাড়া [রাজশাহী জেলার রাজশাহী সদর মহকুমার চারঘাট থানার বাজু বাঘা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.০ বানিয়ামহলা [সিলেট জেলার সিলেট সদর মহকুমার কোতোয়ালী থানার টুলটিকর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.১ বানিয়াগ্রাম [সিলেট জেলার সিলেট সদর মহকুমার গোলাপগঞ্জ থানার পূর্ব আমুরা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.২ বানিয়াচঙ্গ (উত্তরপূর্ব) ইউনিয়ন [সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচঙ্গ থানার একটি ইউনিয়ন-নাম],

৩.৩ বানিয়াপাড়া [সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার মাধবপুর থানার চৌমুহনী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.৪ বানিয়াগাঁও [সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বাহুবল থানার মিরপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.৫ বানিয়াগাঁও [সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার তাহিরপুর থানার শ্রীপুর (উত্তর) ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.৬ বানিয়াবাড়ী [ঢাকা জেলার ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমার দোহার থানার মুকসুদপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.৭ উত্তর বানিয়াগ্রাম [ঢাকা জেলার ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমার নওয়াবগঞ্জ থানার বড়ুয়াখালী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.৮ দক্ষিণ বানিয়াগ্রাম [ঢাকা জেলার ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমার নওয়াবগঞ্জ থানার বড়ুয়াখালী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.৯ বাগ বানিয়াজুরী [ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার ঘিওর থানার বানিয়াজুরী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৪.০ বানিয়াদি [ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার শিবপুর থানার মাছিমপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৪.১ 'কিসমত বানিয়াদি' ও 'নগর বানিয়াদি' [ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নরসিংদি থানার সিলমান্দি ইউনিয়নস্থ দুটি গ্রামনাম],

৪.২ বানিয়ার চর [ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নরসিংদি থানার পাইকের চর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৪.৩ 'বানিয়াদী' ও 'ছোট বানিয়াদী' [ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া ইউনিয়নস্থ দুটি গ্রামনাম],

৪.৪ বানিয়াচঙ্গ [কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নবীনগর থানার শ্যামগ্রাম ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৪.৫ বানিয়াপাড়া [কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর (উত্তর) মহকুমার দাউদকান্দি থানার গৌরীপুর পূর্ব ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৪.৬ বানিয়াচো [কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার হাজীগঞ্জ থানার কালো চো উত্তর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৪.৭ বানিয়াকান্দি [কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার হাজীগঞ্জ থানার কালো চো দক্ষিণ ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৪.৮ বানিয়া চো [কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার হাজীগঞ্জ থানার মেহের উত্তর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৪.৯ বানিয়াগাঁতী [পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার কামারকান্দি থানার ভদ্রঘাট ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.০ বানিয়াপট্টি [পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার সিরাজগঞ্জ থানার সিরাজগঞ্জ পৌরসভাস্থিত স্থাননাম],

৫.১ বানিয়াবাড়ি [ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার মেলানদহ থানার মাহমুদপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.২ বানিয়াপাড়া [ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার নালিতাবাড়ী থানার হাতীবান্ধা-মালিঝিকান্দা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.৩ বানিয়াবাড়ি [ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) মহকুমার মুক্তাগাছা থানার খেরুয়াজানি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.৪ বানিয়াধোলা [ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) মহকুমার ত্রিশাল থানার কাঁঠাল ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.৫ বানিয়াগাঁও [ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদি থানার আচমিতা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.৬ বানিয়াহাটি [ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বাজিতপুর থানার বলিয়ারদি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.৭ বানিয়াপাড়া [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার দুর্গাপুর থানার চণ্ডীগড় ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.৮ বানিয়াকান্দা [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার পূর্বধলা থানার আগিয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৫.৯ বানিয়াকান্দা [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার পূর্বধলা থানার পূর্বধলা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৬.০ বানিয়াহাড়ি [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার মোহনগঞ্জ থানার বড় তালী বানিহাটী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৬.১ বানিয়াজান [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার আটপাড়া থানার বানিয়াজান ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৬.২ বানিয়াপাড়া [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার কলমাকান্দা থানার কৈলাটি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৬.৩ বানিয়াপুর [দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার দেবীগঞ্জ থানার চিলাহাটি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৬.৪ বানিয়াপট্টি [দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সদর মহকুমার কোতোয়ালী থানার দিনাজপুর পৌরসভাস্থ স্থাননাম],

৬.৫ বানিয়াপাড়া [দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সদর মহকুমার পার্বতীপুর থানার রামপুর ইউনিয়নস্থ দুটি গ্রামনাম],

৬.৬ বানিয়াসুরি [বাখরগঞ্জ জেলার বরিশাল সদর (উত্তর) মহকুমার গৌরনদী থানার চাঁদসী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৬.৭ বানিয়াকাটী [বাখরগঞ্জ জেলার পিরোজপুর মহকুমার নাজিরপুর থানার নাজিরপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৬.৮ বানিয়াপাড়া [কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া সদর মহকুমার কুমারখালি থানার কয়া ইউনিয়নস্থ দুটি গ্রামনাম],

৬.৯ বানিয়াখড়ি [কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া সদর মহকুমার কুমারখালি থানার বগুলাত ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৭.০ বানিয়াকান্দি [কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া সদর মহকুমার কুমারখালি থানার সদাকী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৭.১ বানিয়াজান [টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর মহকুমার মধুপুর থানার বীরতারা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৭.২ বানিয়াবাড়ী [টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর মহকুমার মধুপুর থানার আউশনাড়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৭.৩ বানিয়াবাড়ী [টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর মহকুমার ঘাটাইল থানার অর্জুনা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৭.৪ বানিয়ানির চর [ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার দেওয়ানগঞ্জ থানার দেওয়ানগঞ্জ ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]।

(৪) বেপারী (= ব্যবসায়ী; সং. ব্যাপারী) :

১.০ বেপারীর চর [নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর মহকুমার রায়পুরা থানার চর আবাবিল ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.১ বেপারীপাড়া [ঢাকা জেলার ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমার সাভার থানার শিমুলিয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.২ বেপারিপাড়া [ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার দৌলতপুর থানার বাঘুটিয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৩ বেপারীপাড়া [ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার হরিরামপুর থানার বল্লা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৪ বেপারিটোলা শালঘরিয়া [দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সদর মহকুমার নওয়াবগঞ্জ থানার দেওর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

(৫) সদাগর (= বণিক্, বাণিজ্যকারী, ব্যবসায়ী; ফা. সওদাগর) :

১.০ সওদাগর [রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার লালমণির হাট থানার রাজার হাট ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.১ সদাগর টুলা [সিলেট জেলার সিলেট সদর মহকুমার কোতোয়ালী থানার সিলেট পৌরসভাস্থ স্থাননাম],

১.২ সদাগরদি [ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার আড়াই হাজার থানার সদাগরদি ইউনিয়ন-নাম],

(৬) সাধু (= বণিক্; সওদাগর। রূপান্তরসমূহ : সাউদ, সাউধ) :

১.০ সাউদপাড়া [ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রায়পুর থানার হাইরমারা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.১ সাউধের গাঁও [সিলেট জেলার সিলেট সদর মহকুমার বিশ্বনাথ থানার লামাকাজি ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.২ সাউধপুর [সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার ছাতক থানার সৈয়দের গাঁও ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৩ সাধুরখিল [নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর মহকুমার রামগঞ্জ থানার নোয়াখোলা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৪ সাধুবাড়ী [বগুড়া জেলার বগুড়া সদর মহকুমার শেরপুর থানার মির্জাপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৫ সাধুপাড়া (১) ও সাধুপাড়া (২) [পাবনা জেলার পাবনা সদর মহকুমার পাবনা থানার পাবনা পৌরসভাস্থ দুটি স্থাননাম],

১.৬ সাধু [রংপুর জেলার রংপুর সদর মহকুমার কাউনিয়া থানার শহীদবাগ ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৭ সাধুরপাড়া [রংপুর জেলার রংপুর সদর মহকুমার মিঠাপুকুর থানার বড় হজরতপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৮ সাধুনগর [রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার আত্রাই থানার বাশা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

১.৯ সাধুপাড়া [রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার নাটোর থানার কাফুরিয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.০ সাধুপাড়া [রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার লালপুর থানার আরবাব ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.১ সাধুপাড়া [রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার গুরুদাসপুর থানার চাপিলা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.২ সাধুগ্রাম [সিলেট জেলার সিলেট সদর মহকুমার বিশ্বনাথ থানার বিশ্বনাথপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৩ সাধুরডাঙ্গি [ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার হরিরামপুর থানার লেছরাগঞ্জ ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৪ সাধুনগর [ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রায়পুর থানার মির্জাপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৫ সাধুরপাড়া [ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার দেওয়ানগঞ্জ থানার সাধুরপাড়া ইউনিয়ন-নাম],

২.৬ সাধুপুর [ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার মেলানদহ থানার নয়ানগর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৭ সাধুপাড়া [ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর (উত্তর) মহকুমার ফুলপুর থানার কামারিয়া ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৮ সাধুঘোলা [ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর (উত্তর) মহকুমার ঈশ্বরগঞ্জ থানার মাইজবাগ ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

২.৯ সাধুয়া [ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) মহকুমার গফরগাঁও থানার নিগুয়ারী ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.০ সাধুপাড়া [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার দুর্গাপুর থানার দুর্গাপুর ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.১ সাধুপাড়া [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার পূর্বধলা থানার হোগলা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম],

৩.২ সাধুহাটি [ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার বারহাট্টা থানার বারহাট্টা ইউনিয়নস্থ গ্রামনাম]।

## [ছয়] কথাশেষ

বাংলাদেশের অজস্র গ্রামনামের মধ্যকার বেশকিছু গ্রামনামের রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয় নি।[১১] 'হাপানিয়া' সেরূপ একটি গ্রামনাম। লক্ষণীয় : বাংলাদেশের পুরোনো উনিশটি জেলার বারটিতেই 'হাপানিয়া'-শব্দসংশ্লিষ্ট গ্রামনাম মিলছে। এরকম গ্রামের সংখ্যা একচল্লিশটি। এসব গ্রামবিষয়েও যথার্থ জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজনীয়। অধিকন্তু, 'হাপানিয়া'-শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ-সংবলিত যেসব গ্রামনাম রয়েছে, সেসব গ্রামনাম-সম্পর্কেও অনুসন্ধান-কাজ পরিচালনা করা আবশ্যক। এর ফলে বাংলাশব্দভাণ্ডারবিষয়ক চেতনা পরিপুষ্ট হতে পারে। প্রত্যুত এ-সরণি অবলম্বনেও বাংলাঅভিধানের ধারাবাহিক সমুন্নয়ন সম্ভবপর বলে মনে করি।[১২]

## তথ্যপঞ্জি

১. এপ্রসঙ্গে দুটি স্থাননাম সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়।

(ক) সমতট : চতুর্থ শতকে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের 'এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি'-তে 'সমতট'-জনপদের উল্লেখ মেলে। হিউয়েন সাঙ্ সপ্তম শতকে সমতটে এসেছিলেন। তিনি বলছেন, এই 'সমতট' সমুদ্রতীরবর্তী দেশ, এর ভূমি জলীয় ও সমতল। হিউয়েন সাঙ্-এর 'সমতট' তৎকালীন যশোর-ফরিদপুর-ঢাকা অঞ্চল। নামটির অর্থ : যে-ভূভাগে নদীতট সমভূমি, উঁচুনিচু নয়। বোঝা যায় : সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি অনুসারে এ-নাম দেওয়া হয়েছিল।

(খ) 'বরেন্দ্রভূমি' অথবা 'বরেন্দ্রী' :

দশম শতক থেকে পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থানের একটি নতুন নাম মিলছে : 'বরেন্দ্রভূমি' বা 'বরেন্দ্রী'। বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা (এবং সম্ভবত পাবনাও) প্রাচীন বরেন্দ্রীর বর্তমান প্রতিনিধি। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে গঙ্গার বাম তীরভূমি সমৃদ্ধির প্রাচুর্যে 'বরেন্দ্রভূমি' বা 'বরেন্দ্রী'-নামে প্রসিদ্ধ হয়। নামটির অর্থ : 'শ্রেষ্ঠ সরসভূমি' (= উৎকৃষ্ট ইন্দ্রপুরী)। প্রচুর উৎপাদনশক্তিসম্পন্ন তথা সর্বশস্যোৎপাদক হওয়ায় এ-স্থান এরূপ নামে চিহ্নিত হয়েছিল।

আমরা লক্ষ করেছি : এরকম নানা বৈশিষ্ট্যের আলোকে, অতীতকালে, বহু গ্রামেরও নামপ্রদান করা হয়েছিল।

দ্র. পৃ ১০৪ ও ১১৬, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায় এবং পৃ ৭-৮, *বঙ্গভূমিকা*, সুকুমার সেন।

২. স্মরণযোগ্য : দীর্ঘকাল ধরে নানাদিগ্‌দেশাগত মানবগোষ্ঠী এ-ভূখণ্ডে বসতিস্থাপন করেছিল। ফলে বাঙালিরক্তে আদি-অস্ট্রেলীয়, মঙ্গোলীয়, নেগ্রিটো এবং অন্যান্য বহিরাগত নরগোষ্ঠীর রক্তও মিশেছে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প-সঙ্কর আদি-অস্ট্রেলীয় (ভেড্ডিড) জনগোষ্ঠীগুলো হচ্ছে : নিষাদ, কোল, ভীল, মুন্ডা, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি। স্বল্প-সঙ্কর মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীসমূহের নাম : কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচ, মেচ, মিজো, কুকী, চাকমা, আরাকানি। এছাড়া আবহমান কাল থেকে বাঙালিরক্তে মিশেছে নিম্নলিখিত জাতিসমূহের রক্ত : মালব, চৌড়, খস, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, লাট, দ্রাবিড়, মুরন্ডা, শক, কুষাণ, ইউচি, আরব, ইরানি, হাবসি, গ্রিক, তুর্কি, আফগান, মুঘল, পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ।

দ্র. পৃ ১, *শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য*, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া।

৩. বহুক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় : বাক্যাংশ সংক্ষেপ করার প্রচেষ্টায় একটিমাত্র পদে বাক্যাংশের সমগ্র অর্থ সংহত হয়। এইরূপে বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের লোপের ফলে বিশেষণ বিশেষ্যে পরিণত হয়। যেমন : দণ্ডবৎ (অর্থাৎ দণ্ড বা লাঠির মত ঋজু) প্রণাম > দণ্ডবৎ। ভাষার ইতিহাসে এইরূপ ব্যাপারকেই 'বাক্যাংশের অর্থসংহতি' বলা হয়। ('বাক্যাংশের অর্থসংহতি' নানাভাবেই হতে পরে।)* ষোল

শতকের মনসা-কবি শ্রীরায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণ*-কাব্যেও এর বহু উদাহরণ মেলে। যেমন :
পরীক্ষা [সতীত্ব (নির্ণয়ার্থ) পরীক্ষা > পরীক্ষা] :
চান্দোসওদাগর বিপুলা-সম্পর্কে বলেছে,

**পরীক্ষা** চাহিলুঁ মুঞি সাহের কন্যার।
লোহার তণ্ডুলের অন্ন রান্ধিল আমার ॥

পৃ ২৫৫, *পদ্মাপুরাণ* (শ্রীরায় বিনোদ-প্রণীত) [সম্পাদক : মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া]
* পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তাঁর গ্রন্থে মগধদের 'বিষয়' (= দেশ)-এরও নামোল্লেখ করেছেন। মগধদের 'বিষয়' ছিল গঙ্গার দক্ষিণতীরভূমি, যা তুর্কি আক্রমণের সময়ে বৌদ্ধতীর্থ ও বিহার-মঠে আকীর্ণ ছিল ব'লে, 'বিহার (ভূমি)'-নামে পরিচিত ছিল। এখন 'ভারত'-রাষ্ট্রস্থিত পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী রাজ্যবিশেষের নাম 'বিহার'। সেজন্য বলা যায় :
'বিহার (-আকীর্ণ) ভূমি' > 'বিহার'।
(এভাবে 'বাক্যাংশের অর্থসংহতি'-র ফলেই 'বিহার'-স্থাননাম উদ্ভূত।)
দ্র. পৃ ৭-৮, *বঙ্গভূমিকা*, সুকুমার সেন।

৪. খ্রিষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে উৎকীর্ণ তাম্রপট্টে কতকগুলো স্থানকে 'বীথী' বলা হয়েছে। এই বীথীগুলো কয়েকটি গ্রামের শাসনকার্যের অধিষ্ঠান বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। গ্রামে গ্রামে যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হত তার বিক্রয়ের জন্য যে-স্থানে সারি সারি দোকানঘর থাকত, তাই-ই ছিল 'বীথী'। সুতরাং বীথী হল একগুচ্ছ গ্রামের শহরবাজার বা গঞ্জ। (এভাবে বীথী সেকালের শহরের অভাব খানিকটা মেটাত।) কোনও গ্রামের পরিচয় দিতে গেলে দলিলপত্রে 'অমুক বীথীর অন্তর্গত'–কথাটি লিখতে হত। 'বীথী'-র প্রধান ছিলেন 'নিযুক্তক'-নামক কর্মচারী। 'বীথী'-র স্থানীয় শাসন ও বিচারব্যবস্থা (='অধিষ্ঠান-অধিকরণ')-র চারজন সভ্যের অন্যতম 'প্রথম সার্থবাহ' (প্রধান রফতানি-আমদানিকারক)। 'প্রথম সার্থবাহ' স্থানীয় বণিগ্‌গণের নেতা। (অবশ্য পরবর্তীকালে বাণিজ্যলুপ্তির ফলে 'বীথী'-নামটি অপ্রচলিত হয়ে যায়।)

৫. লক্ষণীয় :
আমরা সংশ্লিষ্ট গ্রামপর্যায়ে অনুসন্ধান-কাজ চালিয়েও, কারও কাছ থেকে, ওই 'গ্রামনাম'-এর ব্যুৎপত্তিসম্পর্কিত কোনও কার্যকর তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি। সম্পৃক্ত গ্রামবাসীদের নিকটেও এ-গ্রামনামটি আজ পুরোপুরি রহস্যাচ্ছন্ন।

৬. এখানকার বিবরণ প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলি অবলম্বনে :
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (বাংলাদেশের সকল জেলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (লোকগণনা-শাখা), পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-১৯৭৭ খ্রি.। (এ-গ্রন্থাবলির মধ্যে আছে : বিভিন্ন জেলাভিত্তিক পৃথক্ গ্রন্থসমূহ।)
[এসব গ্রন্থ ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে রচিত হয়েছিল। সেজন্য এগুলোতে ওই সময়ের প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্রসমূহেরই নামোল্লেখ রয়েছে (সংশ্লিষ্ট জেলা-মহকুমা-থানা-ইউনিয়ন প্রভৃতির জ্ঞাপক স্থাননামের সঙ্গে)। আমরা এপ্রবন্ধে সেসব প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্রের নামই অনুসরণ করেছি।
**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**
খ্রিষ্টীয় বিশ শতকের নবম দশকের নানা সময়ে, বাংলাদেশের বিভিন্ন পুরোনো জেলা ভেঙে, সর্বমোট ৬৪টি জেলা নতুনভাবে গঠিত হয়। বিগত শতকের আশির দশক পর্যন্ত এদেশের পুরোনো জেলার সংখ্যা ছিল সাকল্যে ১৯টি। বর্ণিত গ্রন্থটিতে পুরোনো ১৯টি জেলার নামই কেবল রয়েছে। এখনকার ৬৪টি জেলা তখন, প্রায়শ মহকুমারূপে, এসব পুরোনো জেলার মধ্যেই বিদ্যমান ছিল।

৭. নিম্নলিখিত তিনটি গ্রন্থে এ-বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে :
(ক) সতের শতকের সিলেটবাসী কবি হামিদ-প্রণীত *সংগ্রামহুসন*, সম্পাদনা ও আলোচনা : ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা, ২০০২ খ্রি.।

(খ) *সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
(গ) *চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ*, মুহম্মদ এনামুল হক, কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ১৯৩৫ খ্রি.।

৮. একাধিক ভিন্নাকার শব্দ যদি অন্য শব্দের আকার পায়, তবে সেই ব্যাপারকে বলে 'সাদৃশ্য' (=Analogy)। (কখনও কখনও সাদৃশ্যের প্রভাবে অনেক শব্দ সুনির্দিষ্ট ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম এড়িয়ে যায়।)

সাম্যবোধই ভাষাশক্তির একটি মূল উৎস। মূলত সাদৃশ্যের প্রভাবেই সংস্কৃত 'আপণিক' থেকে পরিবর্তিত 'আপনিয়া'-শব্দটি, এক পর্যায়ে, 'হাপানিয়া' ও 'হাফানিয়া'-য় রূপান্তরিত হয়েছিল বলে ধারণা করি। এক্ষেত্রে 'সাদৃশ্যগত প্রভাব' বিস্তার করেছিল 'হাঁপানি' ও 'হাঁফানি'-শব্দ। (সাদৃশ্যমূলক ধ্বনিপরিবর্তন মানুষের আন্তর প্রেরণাপ্রসূত।)

'হাঁপানি' (হাঁপান+ই) ও 'হাঁফানি' (হাঁফান+ই)-শব্দের অর্থ অভিন্ন : ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ; শ্বাসকষ্টজনক রোগবিশেষ (Asthma)।

আবার সাদৃশ্যঘটিত বিপরীত ক্রিয়ার কারণেই 'হাপানিয়া' ও 'হাফানিয়া'-শব্দের অভিনব প্রয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। (তুলনীয় : 'দাতা'–অর্থবাচক 'দানী'-শব্দের প্রতিক্রিয়ায় মধ্যবাংলার 'শৌল্কিক'-অর্থসূচক 'দানী'-শব্দ এখন অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে।)

৯. (ক) স্মরণীয় : খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দুটি তাম্রশাসনে 'নব্যাবকাশিকা-উপরিক'-নাগদেবের উল্লেখ রয়েছে। ('ফরিদপুর-তাম্রশাসন'-রূপে চিহ্নিত এ-দুটি তাম্রশাসন গোপচন্দ্র ও ধর্মাদিত্যের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ।) গুপ্ত-আমলে পুরোনো বাংলাদেশ দুটি 'ভুক্তি'-তে বিভক্ত ছিল। 'ভুক্তি'-র প্রধান ছিলেন 'উপরিক'। 'উপরিক' সবদিক দিয়েই রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। (ফরিদপুর-অঞ্চল তখন 'পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি'-র অন্তর্ভুক্ত ছিল।) উপরিকের পরিষদের নাম ছিল 'অধিষ্ঠান-অধিকরণ' (= রাজধানীর কার্যালয়)। এ-পরিষদ নিয়েই তিনি সর্বেসর্বা।

'নব্যাবকাশিকা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি : 'নব্য + অবকাশিকা'; আক্ষরিক অর্থ : নতুন ছোটফাঁকা স্থান। 'নব্যাবকাশিকা'-শব্দের নির্গলিতার্থ : 'নতুন উত্থিত (অথবা জঙ্গলকাটি) ভূখণ্ড'। 'নব্যাবকাশিকা-উপরিক'-পদবির মাধ্যমে প্রতিভাত হয় : নতুন উত্থিত ভূখণ্ডের ব্যবস্থাপনা তখন 'ভুক্তি'-প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। আর খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই এদেশে নতুন জনপদসৃষ্টির বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

[বর্ণনাসূত্র : পৃ ৫৩-৫৫, *বঙ্গভূমিকা*, সুকুমার সেন]

(খ) প্রণিধানযোগ্য :

"বাঙলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙলার ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাঙলার প্রাণ; ইহারাই বাঙলাকে গড়িয়াছে, বাঙলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। ... এইসব নদনদী উচ্চভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে; সেই হেতু বদ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয়; এবং পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্টভূমি (New alluvium)।"

পৃ ৭২, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়।

১০. দোকানী, পসারী, বণিক্, বেপারী, সদাগর ও সাধু শব্দসম্বন্ধে এখানে, পর্যায়ক্রমে, আলোচনা করা যায়।

(ক) দোকানী : এর অর্থ দোকানের মালিক, পণ্যবিক্রেতা। [দোকান+ঈ (মালিক অর্থে)]। 'দোকান'-এর ফার্সি-রূপ 'দুকান্'।

মধ্যযুগের কবি ঘনরামের *শ্রীধর্মমঙ্গল*-এ এবং *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা*-কাব্যে, যথাক্রমে, 'দোকানি' ও 'দোকানী'-বানানে 'দোকানী'-শব্দের প্রয়োগ মেলে।

'দোকান'-শব্দের ব্যবহার রয়েছে বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ*-এ এবং শ্রীরায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণ*-কাব্যে। (বরিশালবাসী বিজয়গুপ্ত ও টাঙ্গাইলবাসী শ্রীরায় বিনোদ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের, যথাক্রমে, পনের ও ষোল শতকের কবি।)।

শ্রীরায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণ*-কাব্যের ২৫৬-সংখ্যক পৃষ্ঠার দুই স্থলে 'দোকান'-শব্দের প্রয়োগ রয়েছে :

(১) রাজার আদেশ পাইয়া বিনোদ কামার।
দোকান আনিতে জাএ বাড়ী আপনার ॥

(২) দয়ার বচনে বিনোদ হৈল হরষিত।
দোকান লইয়া গেল চান্দোর বিদিত ॥

[বাংলাদেশে 'দোকানী'-শব্দযুক্ত গ্রামনাম রয়েছে দুটি।]

(খ) পসারী : এশব্দের অর্থ : পসার বা পণ্যদ্রব্যবিক্রেতা, বণিক্, দোকানী।
মধ্যযুগের *কবিকঙ্কণচণ্ডীতে* ও ঘনরামের *শ্রীধর্মমঙ্গল*-এ 'পসারী'-শব্দের ব্যবহার রয়েছে। 'পসার'-অর্থ : পণ্যদ্রব্য, পণ্যসম্ভার। বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ, *কবিকঙ্কণচণ্ডীতে* এবং শ্রীরায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণ*-এ 'পসার'-শব্দ উল্লিখিত হয়েছে।
শ্রীরায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণ*-কাব্যে, 'পণ্যপূর্ণ পাত্র' কিংবা 'পণ্যসম্ভার'-অর্থে, 'পসার'-শব্দের প্রয়োগ মেলে :

গোয়ালিনীর বেশ ধরি জাএ দেবী বিষহরী
পসার সাজাইয়া দেবী চলে।
দধিদুগ্ধ ঘৃত ননী সাজাইয়া ব্রহ্মাণী
চলি জাএ শঙ্খের নগরে ॥ ...
গোয়ালিনী চলি জাএ সর্বলোক পাছে ধাএ
কর তুলি ডাকে উচ্চ বাণী।
লইয়া পসারখানি হের আইস গোয়ালিনী
এহিখানে কর বিকিকিনি ॥

পৃ ১৪৩-১৪৪, *পদ্মাপুরাণ* (শ্রীরায়বিনোদ)

[বাংলাদেশে 'পসারী' (পশারি)-শব্দসংশ্লিষ্ট গ্রামনাম আছে দুটি।]

(গ) বণিক্ : এশব্দের অর্থ : বেনে, সওদাগর, ব্যবসায়ী। [সং.]। *ঋগ্বেদ*, সংস্কৃত *রামায়ণ* ও *মনুসংহিতায়* এশব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।
ষোল শতকের মনসাকবি শ্রীরায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণ*-কাব্যেও 'বণিক্'-শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় :

বাপ মোর কুটীশ্বর নাম মোর চন্দ্রধর
বণিক কুলেত উতপতি। (পৃ ২১৩)

[বাংলাদেশে 'বণিক্', 'বাইন্যা' ও 'বানিয়া'-শব্দযুক্ত গ্রামনাম রয়েছে সাকল্যে পঁয়ষট্টিটি।]
ব্যুৎপত্তির ধারায় এ-শব্দত্রয়ের অবস্থান এরকম :
সং. বণিক্ > বাং. বানিয়া > বাইন্যা (অপিনিহিতি)।

(ঘ) বেপারী : ব্যবসায়ী, বণিক্, সওদাগর। [সং. ব্যাপারী]।
মধ্যযুগের কবিকঙ্কণচণ্ডীতে 'বেপারী'-শব্দের ব্যবহার রয়েছে :

'উজির হলো রায়জাদা বেপারীয়ে দেয় খেদা ...' (পৃ ৬)।

মধ্যযুগের দ্বিজবংশীদাসের *বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী*-তে এবং *ভক্তমালগ্রন্থ*-এ 'বেপার'-শব্দের উল্লেখ রয়েছে। 'বেপার'-অর্থ : বাণিজ্য, ব্যবসায়। [সং. ব্যাপার]।
ষোলশতকের মনসাকবি শ্রীরায়বিনোদের *পদ্মাপুরাণ*-কাব্যে, 'বাণিজ্য'-অর্থে, 'ব্যাপার'-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে :

আছিল তোমার বাপ রাজা কুটীশ্বর।
তান কথা কহি আমি তোমার গোচর ॥
ধন দিয়া জে জন সাগর কৈল বন্দী।
সেহি সে জানিল ভাল ব্যাপারের সন্ধি ॥

পাটনে* আসিয়া তুমি কৈলা সর্বনাশ।
বাপের অর্জিত ধন করিলা বিনাশ ॥
এমত ব্যাপার কর কোন্ ছার কাজে।
কি বোল বুলিবা গিয়া চম্পকের মাঝে ॥ (পৃ ২১৭)

*পাটন = বাণিজ্য। [সং. পট্টন]।

[বাংলাদেশে 'বেপারী' (বেপারি)-শব্দসংশ্লিষ্ট গ্রামনাম রয়েছে পাঁচটি।]

(ঙ) সদাগর : যে ব্যবসায় করে, বণিক্ জাতি। [ফা. সওদাগর্]।
ষোলশতকের কবিকঙ্কণচণ্ডীতে এশব্দের প্রয়োগ মেলে। ষোল শতকের মনসাকবি শ্রীরায় বিনোদ তাঁর *পদ্মাপুরাণ*-কাব্যেও 'সদাগর'-শব্দ ব্যবহার করেছেন :

বধূগণ সান্ত্বাই* চান্দো বোলে বারে বার।
শোক বাড়াইলে স্বামী না পাইবা আর ॥
শাশুড়ীর সঙ্গে মাও রহ গিয়া ঘরে।
স্বামী মৈল পুত্র তোমার চান্দো সদাগরে ॥ (পৃ ১৬২)

*সান্ত্বাই = সান্ত্বনা দিয়ে, প্রবোধদান ক'রে।

[বাংলাদেশে 'সদাগর' (সওদাগর)-শব্দযুক্ত গ্রামনাম রয়েছে তিনটি।]

(চ) সাধু = (এখানে) বণিক্, সওদাগর। ('সাধু'-শব্দ সংস্কৃতমূলক।)
সংস্কৃত *হিতোপদেশ*-গ্রন্থে এবং মধ্যযুগের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও *কবিকঙ্কণচণ্ডী*-তে, উক্ত অর্থে, 'সাধু'-শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রীরায় বিনোদের *পদ্মাপুরাণ*-কাব্যে, এ-অর্থেই, 'সাধু'-শব্দের ব্যবহার মেলে :

সোনকার ভাই শঙ্খপতির নন্দন।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লৈয়া তিঁহ* গিছিলা পাটন ॥ ...
নায়ের উপরে সাজে নানা রঙ্গী ঘর।
তাহাতে বসিছে সাধু পালঙ্গ উপর ॥
বিধির নির্বন্ধ কভো না জাএ খণ্ডন।
হেনকালে সাধু সঙ্গে হৈল দরশন ॥
বিপুলারে দেখে সাধু মড়ার সহিত।
ভুরাতে** সুন্দরী দেখি সাধু হরষিত ॥ (পৃ ৩০৯-৩১০)

*তিঁহ = তিনি। **ভুরাতে = ভেলাতে। সং. ভেলক > প্রা. ভেলঅ > বাং. ভেলা > ভুরা।

[বাংলাদেশে 'সাধু' (সাউদ, সাউধ)-শব্দসম্পৃক্ত গ্রামনাম আছে মোট তেইশটি।]

১১. এ-বিবৃতির সপক্ষে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়।
লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপিতে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিবদ্ধ বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুর-আবৃত্তিতে* 'দাপনিয়া পাটক'**-নামে এক গ্রামের উল্লেখ আছে। এই 'দাপনিয়া পাটক' 'দাপুনিয়া'-গ্রামরূপে আজও বিদ্যমান। অথচ 'দাপুনিয়া'-গ্রামনামের অর্থ অদ্যাবধি উন্মোচিত হয় নি।
*আবৃত্তি = জনপদবিশেষের সংজ্ঞা। **'দাপনিয়া পাটক'-স্থ 'পাটক'-শব্দটি সংস্কৃতমূলক। 'পাটক'-অর্থ : গ্রামের একদেশ; গ্রামার্ধ, পাড়া। এদেশে 'পাড়া'-অন্ত গ্রামনাম সুপ্রচুর।

১২. স্মরণীয় :
"বাঙ্লা-অভিধান পূর্বাপর বিচার করিয়া দেখিলে, নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাঙ্লা ভাষা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে চলিয়াছে। আধুনিক বাঙ্লা পূর্ণপরিণতি প্রাপ্ত না হইলেও, ইহা যে পূর্ণতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহা বোধ হয় অত্যুক্তি নহে। শব্দসম্পদে, ভাববৈচিত্র্যে ও নব নব লেখন পদ্ধতিতে বাঙ্লাভাষা ক্রমেই সমৃদ্ধ হইতেছে। সুতরাং, প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্লার শব্দসমূহ সংগ্রহ করিয়া অভিধান-প্রণয়নের উদ্যোগের সময় আসিয়াছে।"
পৃ ২১, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড (সঙ্কলয়িতার নিবেদন), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি**


ক. অভিধান

*বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১ম খণ্ড), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮ খ্রি. (১ম সং. : ৩য় মুদ্রণ)।

*বঙ্গীয় শব্দকোষ* (২য় খণ্ড), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮ খ্রি. (১ম সং. : ৩য় মুদ্রণ)।

*বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১ম ভাগ), জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ্, কলিকাতা, ১৯৯১ খ্রি. (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং. : পুনর্মুদ্রণ)।

*বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (২য় ভাগ), জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ্, কলিকাতা, ১৯৯৪ খ্রি. (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং. : ৪র্থ মুদ্রণ)।

*ব্যবহারিক শব্দকোষ*, কাজী আবদুল ওদুদ সঙ্কলিত, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা-(?)।

*শব্দবোধ অভিধান* (শব্দাভিধান ও সাইক্লোপিডিয়া), আশুতোষ দেব, দেব সাহিত্য কুটীর প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৯৮ খ্রি. (পুনর্মুদ্রণ)।

*সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, সংকলক : শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৯৩ খ্রি. (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সং. : চতুর্দশ মুদ্রণ)।

খ. ইতিহাস ও ঐতিহ্য

*টাঙ্গাইলের ইতিহাস* (১ম ও ২য় খণ্ড), খন্দকার আবদুর রহিম, যমুনা প্রকাশনী, টাঙ্গাইল, ১৯৮৬ খ্রি. (৩য় বর্ধিত প্রকাশ)।

*ঢাকার ইতিহাস* (১ম খণ্ড), যতীন্দ্রমোহন রায়, কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

*ঢাকার ইতিহাস* (২য় খণ্ড), যতীন্দ্রমোহন রায়, কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

*দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাদক : শরীফ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি.।

*পাবনা জেলার ইতিহাস* (১ম খণ্ড), রাধারমণ সাহা, পাবনা, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

*বগুড়ার ইতিকাহিনী* (অতীত ও বর্তমান), কাজী মোহাম্মদ মিছের, প্রকাশক : গ্রন্থকার স্বয়ং, বগুড়া, (বাংলাদেশ), ১৯৫৭ খ্রি.।

*বঙ্গভূমিকা* (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ), সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৪ খ্রি.।

*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (২য় খণ্ড), ড. এম. এ. রহিম (অনুবাদক : মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি], ১৯৯৬ খ্রি. (১ম পুনর্মুদ্রণ)।

*বাঙালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ (১ম দে'জ সং. : ৭ম সং.)।

*বৃহৎ বঙ্গ* (১ম খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬ খ্রি. (দে'জ পুনর্মুদণ : ৩য় মুদ্রণ)।

*বৃহৎ বঙ্গ* (২য় খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬ খ্রি. (দে'জ পুনর্মুদণ : ৩য় মুদ্রণ)।

*ময়মনসিংহের বিবরণ*, কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহ (?), ১৯০৭ খ্রি. (সংশোধিত ও পরিবর্তিত ২য় সং.)।

*রংপুর জেলার ইতিহাস*, প্রকাশক : জেলা প্রশাসন, রংপুর (বাংলাদেশ) , ২০০০ খ্রি.।

গ. গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান বিষয়ক গ্রন্থসমূহ :

গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (ফরিদপুর জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।

গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (টাঙ্গাইল জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (কুষ্টিয়া জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (ময়মনসিংহ জেলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (রাজশাহী জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (কুমিল্লা জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (বগুড়া জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (রংপুর জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (ঢাকা জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (যশোহর জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (খুলনা জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (সিলেট জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (দিনাজপুর জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (পটুয়াখালী জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (চট্টগ্রাম জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (পাবনা জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (নোয়াখালী জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।
গ্রামজনসংখ্যাপরিসংখ্যান (বাখরগঞ্জ জিলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.।

ঘ. পুরোনো বাংলাসাহিত্য :

*কবিকঙ্কণচণ্ডী* (প্রথম ভাগ) [কবি মুকুন্দরাম-বিরচিত], সম্পাদক : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৫ খ্রি.।
*পদ্মাপুরাণ* (বিজয়গুপ্ত-রচিত), সম্পাদক : জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬২ খ্রি.।

*পদ্মাপুরাণ* (শ্রীরায় বিনোদ-প্রণীত), সম্পাদক : মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.।
*বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী* (দ্বিজ বংশীদাস-রচিত), কলিকাতা, ১৯০৮ খ্রি.।
*ভক্তমালগ্রন্থ* (কৃষ্ণদাস বাবাজী-প্রণীত), সম্পাদক : দুর্গাদাস লাহিড়ী, বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ (২য় সং.)।
*মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা* (ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত), সম্পাদক : রাজচন্দ্র দত্ত, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।
*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত), সম্পাদক : বসন্তরঞ্জন রায়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (২য় সং.)।
*শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত), সম্পাদক : পীযূষকান্তি মহাপাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬২ খ্রি.।
*শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য*, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি.।
*সংগ্রামহুসন* (হামিদপ্রণীত), সম্পাদনা ও আলোচনা : মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা, ২০০২ খ্রি.।

ঙ. ভাষা ও সংস্কৃতি :
*চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ*, মুহম্মদ এনামুল হক, কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ১৯৩৫ খ্রি.।
প্রবন্ধসমুচ্চয়, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.।
*বাঙ্গলাভাষাপ্রসঙ্গে*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৫ খ্রি.।
*ভাষাতত্ত্ব*, রফিকুল ইসলাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০ খ্রি.।
*ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রি. (প্রথম রূপাসংস্করণ : পুনর্মুদ্রণ)।
*ভাষার ইতিবৃত্ত*, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮ খ্রি. (প্রথম আনন্দ সংস্করণ : ষষ্ঠ মুদ্রণ)।
*মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, আহমদ শরীফ, সময়প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.।
সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।